আজকের কাগজ

তারিখ 09 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

19

অধ্যক্ষ কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত

রামচন্দ্রপুর সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে ছাত্রদের ক্লাস বর্জন অব্যাহত

হেলালুর রহমান জুয়েল ঃ চাটমোহর থানার রামচন্দ্রপুর দ্বিমুখী সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পর বর্তমানে মাদ্রাসায় অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৭ অক্টোবর উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা আঃ লতিফ মাদ্রাসার বিএসসি শিক্ষক হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে উৎকোচ হিসেবে বকেয়া বেতনের অর্ধেক টাকা দাবি করে। শিক্ষক টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস সহকারী নিজামউদ্দীনের কক্ষে নিয়ে এসে পুনরায় টাকা দাবি করে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে ছাত্ররা গত ১৩ অক্টোবর থেকে অধ্যক্ষ আঃ লতিফের অপসারণ দাবি করে পোস্টারিং করে এবং ক্লাস বর্জন শুরু করে। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যক্ষকে ছুটিতে রাখেন।

এ ব্যাপারে সরেজমিন অনুসন্ধানে গেলে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা অধ্যক্ষ আঃ লতিফের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। যারমধ্যে প্রধান অভিযোগ হলো ঃ (ক) অধ্যক্ষ আলিম পরীক্ষার কেন্দ্র শরৎনগর থেকে পাবনা স্থানান্তরের জন্যে শিক্ষকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আড়াই হাজার টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছে। (খ) চাটমোহর থানা শিক্ষা ট্রাস্টের জন্যে নির্ধারিত ১শ' ৫০ টাকার অধিক শিক্ষকদের কাছ থেকে আদায় করে তা আত্মসাৎ করে আসছে। (গ) জামিয়াতুল মোদার্রেসিনের নামে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা জোরপূর্বক বেতন থেকে কেটে নিয়েছে যা থানার অন্য কোনো মাদ্রাসা করেনি। (ঘ) অডিটের নামে শিক্ষকদের মূল সনদপত্র নিয়ে তা ফেরৎ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এছাড়া অধ্যক্ষ আঃ লতিফ শিক্ষকদের হুমকি দিয়ে বলেন, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা কোনো শিক্ষক বললে এমপিওতে তার নাম আসবে না। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি তার পক্ষে থাকায় কিছু করা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে এ প্রতিবেদক অনেক খোঁজাখুজির পর অধ্যক্ষ আঃ লতিফকে চাটমোহর এনায়েতুল্লাহ মাদ্রাসার অধ্যক্ষের বাসায় পায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমি কোনো দোষ করিনি। তোমরা পত্রিকায় দিয়ে দাও। পরে এ প্রতিবেদকসহ অন্য সাংবাদিকগণ তার সঙ্গে দেখা করলে তিনি অভিযোগের কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। কথা শেষ না হতেই তিনি চলে যান। এ ঘটনার পর গত ২৭ অক্টোবর রাতে অধ্যক্ষ তার দলবল নিয়ে মাদ্রাসার মূল কাগজপত্র চুরি করে নিয়ে যায় বলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানায়। অধ্যক্ষ রাতে মাদ্রাসায় যাওয়ার সত্যতা স্বীকার করেছেন। ইতিপূর্বে দুর্নীতির জন্যে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিলো এলাকাবাসী ছাত্র-শিক্ষক অধ্যক্ষের বিভিন্ন অপকর্মের সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন।